MAR 0 1 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... [illegible] ......

মনিটরিং ও গণপ্রতিনিধিদের সহযোগিতার অভাব

মুখ থুবড়ে পড়েছে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'জাগ্রত বরগুনা'

বরগুনা থেকে চিত্তরঞ্জন শীল ঃ প্রশাসনের সুষ্ঠু মনিটরিং এবং গণপ্রতিনিধিদের সহযোগিতার অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন 'জাগ্রত বরগুনা'।

সরকারের রাজস্ব তহবিল থেকে ৩ কোটি ৭১ লাখ ৯৭ হাজার ৮'শ ৪৫ টাকা বরাদ্দ নিয়ে বরগুনায় প্রায় ১ মাস দেরি করে ৯ মাসব্যাপী সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি শুরু হয়। কর্মসূচির শুরুটা ছিল কাগজে-কলমে গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বোধনও করা হয় ঢাকঢোল পিটিয়ে। তবে হঠাৎ করে আসা ঝড় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে যেভাবে লণ্ডভণ্ড করে দেয়, উদ্বোধনের পর কেন্দ্রগুলোতে নিরক্ষরদের ভিড়ে জমজমাট পরিবেশ সে কষ্ট ভুলিয়ে দিলেও সাক্ষরতার কাজে সংশ্লিষ্টদের অভিমতের তোয়াক্কা না করে জেলাব্যাপী সাক্ষরতা কার্যক্রম ২৩ দিন বন্ধ করে দেয়া হলে কর্মসূচি মুখ থুবড়ে পড়ে। বর্তমান সরকারের এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে প্রশাসন ও গণপ্রতিনিধিরা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। ফলে বরগুনায় ৩ হাজার ৯শ ৬৩টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে বর্তমানে ২শটি কেন্দ্রও সঠিকভাবে চলছে না। কোন কোন কেন্দ্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সুপারভাইজার কেউই নেই। দীর্ঘদিন যাবৎ কেন্দ্র পরিদর্শনে নিয়োজিত কর্মকর্তারাও কেন্দ্রে যাচ্ছেন না।

অনুসন্ধান করে জানা যায়, বরগুনায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের গোড়ায়ই রয়েছে গলদ। ১৯৯৮ সালে বরগুনা জেলার ৬০টি কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে সাক্ষরতা কার্যক্রম চলে। এ কার্যক্রম ব্যর্থতার পর সম্পূর্ণ অদক্ষ জনবল দিয়ে ১১ থেকে ৪৫ বছরের নিরক্ষরদের তালিকা করা হয়। জেলাব্যাপী এ তালিকায় ১ লাখ ২২ হাজার ৯৭ জন নিরক্ষরকে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও সাক্ষরতা কার্যক্রম শুরু করলে দেখা যায় ভুলে ভরা তালিকা। কোথাও গ্রামের পর গ্রাম নিরক্ষরদের নাম তালিকায় নেই আবার কোথাও বা উচ্চশিক্ষিতদের নাম নিরক্ষর তালিকায় আসে।

বরগুনায় সার্বিক সাক্ষরতা কার্যক্রমে বর্তমানে চরম দুরবস্থার জন্য প্রশাসন ও গণপ্রতিনিধি পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করছেন। প্রশাসন বলছে, নিরক্ষরদের কেন্দ্রে আসার কাজে গণপ্রতিনিধিরা উদ্যোগ নিচ্ছেন না। অন্যদিকে গণপ্রতিনিধিরা আয়-ব্যয়হীন বাড়তি ঝামেলায় জড়াতে চাচ্ছেন না। এ সুযোগে শিক্ষার্থীরা ছেড়েছে স্কুল। কোন কোন কেন্দ্রে শিক্ষকরাও আসেন না। সুপারভাইজার এমনকি প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ভুলেও কেন্দ্র পরিদর্শন করেন না।

জাগ্রত বরগুনা কর্মসূচি চালু হওয়ার পর প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত 'রেড সিগন্যাল' দেয়া আছে টিএল-এম (টোটাল লিটারেসি মুভমেন্ট) অগ্রাধিকার। বিশেষ খাম, রাবার স্ট্যাম্প, সিল তৈরি করা হয়েছে। সভাগুলোতে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠ এবং কর্মকর্তাদের চিঠির ফটোকপি বিতরণ করা হয়েছে; কিন্তু গুরুত্ব সব মুখে মুখে। প্রশাসনের সুষ্ঠু মনিটরিং নেই। সাক্ষরতা অভিযান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত যে রিপোর্টিং তা আজো চালু হয়নি। সভাগুলোও ঠিকমত হয় না। প্রয়োজনীয় কাগজ-কলম এবং অর্থ সংশ্লিষ্ট কমিটিকে দেয়াও হয়নি।

জেলা প্রশাসন প্রথমত ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলো চালুর লক্ষ্য নিয়ে ২৪ জন মাস্টার ট্রেইনার, ২শ ৬৭ জন সুপারভাইজার, ৩ হাজার ৯শ ৬৩ জন কেন্দ্র-শিক্ষক নিয়োগ করে। এদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে শেষ হলেও শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। অন্যদিকে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহে ঠিকাদার নিয়োগ নিয়েও দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে। কর্তৃপক্ষ নতুন করে শিক্ষক ও ঠিকাদার নিয়োগ করলেও ঠিকাদাররা অতি নিম্নমানের মালামাল সরবরাহ করে নির্ধারিত সময়ের প্রায় ১ মাস পর। তবে এ প্রসঙ্গটি টিএলএম কমিটির সভায় উত্থাপিত হলে প্রশাসনের বক্তব্য— ঠিকাদার স্বার্থ সংরক্ষণ করে। এ কারণে অনেকে সাক্ষরতার কাজে দুর্নীতিতে প্রশাসন জড়িত বলে অভিযোগ ওঠে স্বাভাবিকভাবেই। ঠিকাদারদের গাফিলতির কারণেই সাক্ষরতা কার্যক্রম দেরি করে শুরু হয়। আবার সামনে পড়ে যায় রোজা। কর্তৃপক্ষ রোজার মাসে বিশেষ ব্যবস্থায় নিরক্ষরদের ক্লাস নেয়ার উদ্যোগ নিয়ে হঠাৎ করে কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেয়। কারো কারো এ বিষয়ে আপত্তি থাকলেও ধর্মীয় অনুভূতির কারণে তা আর কার্যকর হয়নি, তবে রোজার পর আর কোন মহলই সাক্ষরতা কার্যক্রম এগিয়ে নিতে কার্যকর ভূমিকা রাখেনি। তাছাড়া নিরক্ষররা অভিযোগ করেছে, গণপ্রতিনিধিরা ওয়াদা করেছিলেন নিরক্ষরেরা লেখাপড়া করলে সকল সরকারি সাহায্য তারা পাবে; কিন্তু গত ঈদে গণপ্রতিনিধিরা সরকারি সাহায্য বিতরণ করেছেন নিজস্ব ভোটারদের মধ্যে। কাজেই যারা সাহায্য পেয়েছে তারাও শিক্ষা কেন্দ্রে আসে না, যারা পায়নি তারাও না।

বরগুনায় সাক্ষরতা কার্যক্রম সাফল্যের জন্য স্থানীয় সাংসদদের নিয়ে উপদেষ্টা, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন, ব্লক ও কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে তাড়াহুড়ো করে জেলা ও ২/১টি উপজেলা কমিটির সভা হয়; কিন্তু তাতে কিছুই হয় না। জেলা সমন্বয় কমিটির এক সভায় প্রশ্নটি উত্থাপিত হলে খাদ্য উপমন্ত্রী সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের চিত্র দেখে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ সাক্ষরতা কার্যক্রমে সাহায্য না করলে ওই ইউনিয়ন কোন উন্নয়ন সহযোগিতা পাবে না; কিন্তু এ হুমকিতেও কোন ফল হয়নি।

শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে যাতে কেন্দ্রে আসে এজন্য সভা-সমাবেশ, ওরিয়েন্টেশন, প্রচার, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড মূল কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাজেট বরাদ্দও আছে; কিন্তু বরগুনায় সাক্ষরতা আন্দোলনে গণজাগরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি সফল হয়নি আর এ কাজে আগ্রহী ব্যক্তিরাও সংযুক্ত হতে পারেনি।